দৈনিক খবর

তারিখ 22 AUG 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম I

কিণ্ডারগার্টেনের পাঠ্যসূচী

১৯৮৯ শিক্ষাবছর থেকে সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোন পাঠ্যতালিকা এবং বই কিণ্ডারগার্টেন ও বেসরকারি স্কুলসমূহের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। সম্প্রতি এক সরকারি তথ্য বিবরণীতে একথা জানানো হয়েছে। এজন্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সকল কিণ্ডারগার্টেন ও বেসরকারি স্কুলকে সরকারি অনুমোদনের জন্যে তাদের পাঠ্য তালিকা ও বই কমিটির কাছে জমা দিতে বলা হয়েছে।

বলাবাহুল্য, একাত্তরে স্বাধীনতালাভের পর এদেশের রাজধানী এবং জেলা শহরগুলোতে ব্যাঙের ছাতার মতো যেভাবে অসংখ্য কিণ্ডারগার্টেন এবং বেসরকারি স্কুল প্রতিদিন গজাচ্ছে, তাদের চারিত্র্য এতদিনকার বাংলা মিডিয়াম স্কুলগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুক্তিযুদ্ধের পর হাই স্কুলগুলোর উন্নতি ও জনপ্রিয়তা একটি বাঞ্ছনীয় ব্যাপার ছিল অবশ্যই। কিন্তু তা ঘটেনি। বরং উল্টোটাই দেখা গেছে। ভিন্ন ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি একশ্রেণীর মানুষের আবেগ ও আগ্রহ দিনকে দিন বেড়ে গেছে। আর এদের উৎসাহকে পুঁজি করে প্রাথমিক ও পূর্ণাঙ্গ পর্যায়ে কিণ্ডারগার্টেন এবং ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল খোলার প্রবণতা অভাবনীয় আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। লাভজনক হওয়ায়, কিণ্ডারগার্টেন ও ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলের মাধ্যমে একশ্রেণীর ধান্দাবাজ লোক রীতিমতো একে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে চালাচ্ছে। নার্সারি থেকে সর্বোচ্চ ক্লাসে, মাস-মাইনে, য়ুনিফর্ম, জুতো, মোজা, ব্যাগ, বই ও পাঠ্য তালিকা পর্যন্ত এখানে যে আমলাতান্ত্রিক নিয়ম-কানুন চালু রয়েছে, তা সদ্য উন্নয়নমুখী একটি দেশের পক্ষে দৃষ্টিকটু বিলাসিতা ও উন্নাসিকতা ছাড়া আর কিছু নয়।

আন্তর্জাতিক ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা দোষণীয় নয়। কিন্তু তা কখনোই নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অতিক্রম করে হতে পারে না। সেক্ষেত্রে সেই শিক্ষা অপূর্ণাঙ্গ এবং অপরিণত হতে বাধ্য। সরকার পাঠ্যক্রম অনুমোদনের ওপর যে জোর দিয়েছেন তা এই কারণেই। কিণ্ডারগার্টেন ও ইংরেজি মিডিয়াম বেসরকারি স্কুলগুলোতে যা পড়ানো হচ্ছে, বয়সোপযোগী মেধার ক্ষেত্রে তা যেমন সঙ্গতিহীন, তেমনি নিজের দেশ ও পরিবেশের সঙ্গেও সম্পর্কহীন। এই যদি হয় যে, এদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকরা তাদের মেধায় ও মননে যা তুলে নিচ্ছে তা স্পষ্টই ভুল ব্যাখ্যা এবং ভুল বিশ্লেষণ, তাহলে অত্যন্ত দুঃখজনক এই ব্যাপারটি। কেননা, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অন্যতম শক্তি ও সম্পদ হচ্ছে তরুণেরা। আমরা এভাবে এদেশের ভবিষ্যৎ তারুণ্যকে বিপথে চালিত হতে দিতে পারি না। ভিনদেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা এদেশের ছেলে-মেয়েদের চর্চার বিষয় হতে পারে না। আমরা আশা রাখি, কিণ্ডারগার্টেন ও বেসরকারি স্কুলগুলোর এই যথেচ্ছ শিক্ষাদানের পদ্ধতি সরকারি অনুমোদনের মাধ্যমে পরিবর্তিতে হবে ও বাস্তবোচিত দেশীয় সাংস্কৃতিক ধারার বাহক হয়ে উঠবে।